তারিখ 10 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
250

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল ও শিক্ষকের ভূমিকা

বিগত ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা। এর পাঁচদিন পর অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা। এ দু'টি বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এ বছর প্রায় এক লাখ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে বলে জানা যায়। ইতোমধ্যে দেশের পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কেন্দ্রের ডিগ্রী পরীক্ষা সম্পর্কে খবরাখবর বের হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি দৈনিকের খবরে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীন তোলারাম কলেজ কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধের মুখে কতিপয় পরীক্ষার্থী নিজ নিজ উত্তর-পত্র ছিঁড়ে ফেলে এবং অন্যদেরও পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত রাখে। ঐ কেন্দ্রে বেশ কিছু শিক্ষক লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হন এবং এক পর্যায়ে ঐ কেন্দ্রের পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। টংগী সরকারী কলেজ কেন্দ্রেরও কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটসহ কয়েকজন শিক্ষক নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। সরকারী ভাওয়াল বদরে আলম কলেজে পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি করায় সেখানে দিনদিন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বলে পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিগ্রী পরীক্ষা সংক্রান্ত সবচেয়ে চাঞ্চল্যতার একটি সংবাদ কিছুদিন আগে পত্রিকায় বেরিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষ থেকে ইনভিজিলেটর-শিক্ষকদের বের করে দিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে 'মহা আনন্দে' নকল করেছে। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত কেন্দ্রগুলোতেই যে শুধু অরাজক অবস্থা তা কিন্তু নয়, দেশের অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র— যেগুলোর খবর পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা হয়নি সেগুলোর অবস্থাও কমবেশী প্রায় একই রকম। বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ, আরও করুণ। ডিগ্রী পরীক্ষার বেলাতেও দেখা যাচ্ছে যে, রাজধানী বা বড়ো বড়ো শহরের তুলনায় মফঃস্বলের কলেজগুলোতে পরীক্ষার্থীর ভিড় যেমন বেশী তেমনি নকলের সুযোগ-সুবিধাও অবারিত। সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোর মধ্যে এক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভেদ নেই— মাত্রার কিছুটা হেরফের হয়তো থাকতে পারে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতে, মফঃস্বলের একটি সরকারী কলেজ কেন্দ্রের ভয়াবহ অবস্থার কথা জানা গেছে। সেখানে নাকি প্রথম দিনের পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শ'য়ে শ'য়ে পিপড়ের মতো নকল সরবরাহকারীরা কেন্দ্রটিকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর বিশ্ব বিদ্যালয়ের তদন্ত দলের হাতে কেন্দ্রটির এ হাল অবস্থা যাতে ধরা না পড়ে সে জন্যে কলেজ প্রশাসন ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জোড়াতালি দিয়ে যুগপৎ পরীক্ষা চালানো এবং নকল চালানোর 'অদ্ভুত ব্যবস্থা' কায়েম করেছেন। নকল প্রতিরোধকারী শিক্ষকদের বাধাদান সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হয়নি। স্বার্থান্ধ কতিপয় শিক্ষকের উস্কানিতে উৎসাহিত মাস্তানদের হাতে বরং তারা কেউ কেউ লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং অনেকেই এখন হুমকির সম্মুখীন।

একটু খোঁজ-খবর নিলে জানা যায় যে, দেশে এখন বেশীর ভাগ পরীক্ষা কেন্দ্রই এ ধরনের। আর এই সব কেন্দ্রে গড়ে ৬০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে এবং এরা 'তীর্থসফরের'র মতো দেশের নানা অঞ্চল থেকে এসে ঐসব কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এন্তার সুযোগ-সুবিধার আশায় পরীক্ষার্থীরা ঐসব কেন্দ্রে ভিড় করে থাকে বলে পরীক্ষার্থীরা নিজেরাই তা স্বীকার করে।

নকল প্রবণতা যেমন বেড়েছে তেমনি দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, একশ্রেণীর শিক্ষকের মধ্যে নকলের সহায়তাদানের মানসিকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে শিক্ষক বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাও ইতোমধ্যে ঘটেছে। ব্যাপারটা শিক্ষক মহলের জন্য কলঙ্কের। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কলেজ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় কোন কোন শিক্ষক নকল প্রতিরোধকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উস্কে দিচ্ছেন। নকল প্রবণতা যেমন আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ব্যাধি এটাও তেমনি এক কঠিন অসুখ।

এখনই এর প্রতিকার চাই। নন্দিত শিক্ষক সমাজের ভেতর আত্মগোপনকারী এই সব দুষ্ট কীটের নীল দংশন থেকে গোটা সমাজকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে— তা না হলে আমরা আত্মহননের পথেই এগুতে থাকব।

—ডঃ কামরুল আহসান।